DRAV: YO.

আজকের কাগজ

তারিখ 18 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

৬৪

৩৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পুলিশ প্রহরা

আবাসিক হলে বহিরাগতদের সংখ্যা কমে গেছে

আনিসুল হক পাপ্পা/নজমুল কবির শিপন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো এখন অবৈধ বহিরাগতদের অত্যাচার থেকে অনেকটা মুক্ত। গত ৪ সেপ্টেম্বর একটি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধে দু'জন ছাত্র নিহত হলে ক্যাম্পাসে পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলগুলোতে অবস্থানরত অবৈধদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে হল প্রশাসনের তৎপরতা কার্যকর ও গতিশীল করার জন্যে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক আবাসিক শিক্ষকরা রাতে হলে হলে তৎপরতা শুরু করেছে। নিয়মিতভাবে তারা বিভিন্ন কক্ষ গিয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। নিয়ম বহির্ভূতভাবে যারা কক্ষ দখল করে আছেন তাদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে। অনেকেই আপাতত হল ছেড়ে অন্যত্র স্থান নিয়েছে। হোটেল বা মেসে উঠেছে। যারা অবৈধভাবে থাকছেন তারা আবাসিক শিক্ষক পরিদর্শনে আসার আগেই সটকে পড়ছে। একদিক দিয়ে আবাসিক শিক্ষকরা পরিদর্শন করে যাচ্ছেন অন্যদিক দিয়ে তারা আবার স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসছেন। তবে যারা নিয়মিত অবৈধভাবে হলে থাকতেন তারা আপাতত 'শিক্ষদের উপদ্রব'' থেকে বাঁচার জন্যে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছেন। তবে শিক্ষকদের এ তৎপরতার ফলে অবৈধ বসবাসকারীর সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ প্রহরা আরো জোরদার করা হয়েছে। গতকাল থেকে ক্যাম্পাসে ও আবাসিক হলগুলোর সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিডিআর বহনকারী লরিগুলো ভীষণ গর্জনে আসা-যাওয়া করছে। হলের টিভি রুম, ক্যান্টিন, ডাইনিংয়েও কর্তব্যরত পুলিশের দু'একজনকে দেখা যায়। ছাত্র, পুলিশ, বিডিআর সহাবস্থান ক্যাম্পাসে একটি স্বাভাবিক দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে গতকাল আবাসিক হলগুলোর প্রভোষ্ট, আবাসিক শিক্ষক, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, কোনো আবাসিক ছাত্রের ঘরে টেলিফোনের হ্যান্ড সেট পাওয়া গেলে তার নামে বরাদ্দকৃত সিট বাতিল হয়ে যাবে। উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।